তারিখ 14 FEB 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আজকের কাগজ

অনিয়মের স্রোতে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট

কাগজ প্রতিবেদক ঃ ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর অভ্যন্তরে শিক্ষক সমিতির ছদ্মাবরণে দীর্ঘদিন ধরে কিছুসংখ্যক স্বার্থান্বেষী মহল বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতি করে আসছে।

একটি সূত্র জানায়, শিক্ষক সমিতি প্যানেলের লোক ইন্সটাক্টর (আর, এস) মতিউর রহমান অবৈধভাবে দীর্ঘদিন যাবত ছাত্রী হোস্টেলের একটি বাসায় বিনা ভাড়ায় বসবাস করে আসছিলেন। এ ঘটনা বিভিন্ন সময় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করা হলেও কর্তৃপক্ষ আমল দেননি।

ইনস্টিটিউটে অনেক সিনিয়র শিক্ষক আছেন যারা অদ্যাবধি কোন ফ্লাট পাননি। সূত্রটি জানায়, সেই মতিউর রহমান (জুনিয়র হওয়া সত্ত্বেও) তার নামে আরো একটি ফ্লাট বরাদ্দের জন্যে আবেদন করে। প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি কামনা করে গত ২৯/১/৯২ তারিখে একটি আবেদন করেন। কিন্তু তার আবেদন অগ্রাহ্য করে সমস্ত নিয়মনীতি ভঙ্গ করে গত ১ ফেব্রুয়ারি উক্ত মতিউর রহমানের নামে বাসাটি বরাদ্দ করা হয়।

এছাড়াও সূত্রটি আরো জানায়, শিক্ষক সমিতির জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (সিভিল) মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীকে '৯০-এর আগষ্ট মাসে বিবাহ অনুষ্ঠানের জন্যে ৫ দিনের নাম করে একটি ফ্লাট দেয়। কিন্তু জনাব মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী অদ্যাবধি বিনা ভাড়ায় সেই ফ্লাটে অবস্থান করছেন। সূত্রটি আরো জানায়, উক্ত মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী গত এক বছরে মাত্র ২/৩ দিন ক্লাস নিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইনস্টিটিউটের সাধারণ ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

সূত্রটি আরো জানায় যে, শিক্ষক সমিতির ক্ষমতাসীন প্যানেলের বাইরের শিক্ষকগণ এ ব্যাপারে কিছু বলতে গেলে তাদের এই বলে হুমকি দেয়া হয় যে, কেউ কথা বললে ঢাকার বাইরে বদলি করে দেয়া হবে।

সূত্রটি আরো জানায় যে, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক জনাব আবদুল মতিন খান শিক্ষক সমিতি প্যানেলের লোক হওয়াতে তার মাধ্যমে এ সমস্ত অবৈধ কাজ সমাধা করা হয়।

সূত্রটির মতে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এ প্রতিষ্ঠানটি তার সুনাম হারিয়ে কালের এক অন্ধকার আবর্তে নিমজ্জিত হবে।